“রহমান ‘আরশের উপর উঠেছেন”

কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের ভাষ্যের আলোকে আল্লাহ্‌র ‘আরশের উপর উঠা, সবকিছুর উপরে থাকা, সাথে থাকা ও নিকটে থাকার সিফাত তথা গুণ বিষয়ে বিশুদ্ধ আকীদাহ

গ্রন্থনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Publications

প্রকাশনা

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (সিডব্লিউআই)

৩৯/১ মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর, মোবাইল: +৮৮০১৫৭৫৫৪৭৯৯৯

ILM Publications

92-23 176th Street, 1st Floor, Jamaica, New York 11433, USA,
Phone: 718 2918712, 347 4882777
Email: ilmpublicationsinc@gmail.com, Web: ilmpublication.com

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২১

পরিবেশনা

কাশফুল প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯

অনলাইন পরিবেশক: www.rokomari.com, www.wafilife.com

© গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অঙ্গসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, +৮৮ ০১৭১৫৭৬৪৯৯৩
প্রচ্ছদ: আরিফুর রহমান, কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা- +৮৮ ০১৮১৯১৮১৪৯২

মূল্য: ৭২০ (সাত শত বিশ) টাকা / USD 15 $

ISBN: 978-984-34-8360-7

RAHMAN ARSHER UPOR UTHECHEN [The Merciful Lord has ascended on His Throne] by Professor Dr. Abu Bakar Md. Zakaria. Published by Community Welfare Initiative (CWI), Gazipur, Bangladesh and ILM Publications, New York 11433, USA.

মানসূর ইবন আম্মার ইবন কাসীর, আবুস সারী আস-সুলামী আল-খুরাসানী (২০০ হিজরী) ---- ১৮১
আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফর আর-রাযী (২০০ হিজরীর পরে) ---------- ১৮১
হিশাম ইবন আব্দুল্লাহ আর-রাযী আল-হানাফী (২০০ হিজরীর পর) ---------- ১৮২
ইমাম নদ্বর ইবন শুমাইল (২০৩ হিজরী) ---------- ১৮২
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী (২০৪ হিজরী) ---------- ১৮৩
ওয়াহাব ইবন জারীর (২০৬ হিজরী) ---------- ১৮৫
ইয়াযিদ ইবন হারূন আল-ওয়াসিতী (২০৬ হিজরী) ---------- ১৮৬
বিশর ইবন 'উমার (২০৭ হিজরী) ---------- ১৮৬
ইয়াহইয়া ইবন যিয়াদ আল-ফাররা (২০৭ হিজরী) ---------- ১৮৭
সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ্ব-দ্ববা'ঈ (২০৮ হিজরী) ---------- ১৮৭
আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না (২০৯ হিজরী) ---------- ১৮৮
আল-হাসান ইবন মূসা আল-আশইয়াব (২১০ হিজরী) ---------- ১৮৮
মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন ওয়াক্কেদ ইবন উসমান আদ-দ্বিব্বী (২১২ হিজরী)---------- ১৮৯
আবদুল মালিক ইবন ক্বারীব আল-আসমা'ঈ (২১৩ হিজরী) ---------- ১৮৯
আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার 'ঈসা ইবন মাহান আর-রাযী (২১৮ হিজরীর পূর্বে) ---------- ১৯০
আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯ হিজরী) ---------- ১৯০
আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কা'নাবী (২২১ হিজরী) ---------- ১৯১
ইমাম বুখারীর উস্তাদ 'আসেম ইবন আলী (২২১ হিজরী) ---------- ১৯১
হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযী (২২১ হিজরী) ---------- ১৯১
আবু 'উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম আল-হারাওয়ী (২২৪ হিজরী) ---------- ১৯২
সুনাইদ ইবন দাউদ (২২৬ হিজরী) ---------- ১৯২
বিশর ইবন হারেস আল-হাফী (২২৭ হিজরী) ---------- ১৯৩
মুহাম্মাদ ইবন মুস'আব আল-'আবেদ (২২৮ হিজরী) ---------- ১৯৩
নু'আঈম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ (২২৯ হিজরী) ---------- ১৯৩
মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হান্নাদ আল-বূশাঞ্জী (২৩০ হিজরী) ---------- ১৯৪
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ ইবনুল আ'রাবী (২৩১ হিজরী) ---------- ১৯৪
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (২৩৩ হিজরী) ---------- ১৯৫
ইমাম আবু মা'মার ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মা'মার আল-ক্বাতী'ঈ (২৩৬ হিজরী) ------ ১৯৬
ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ আল-মারওয়াযী (২৩৮ হিজরী) ---------- ১৯৬
আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া আল-কিনানী (২৪০ হিজরী) ---------- ১৯৮
ইমাম ক্বুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ আল-বাগলানী (২৪০ হিজরী) ---------- ১৯৯
ইমাম আবদুস সালাম ইবন সা'ঈদ ইবন হাবীব 'সাহনূন' আল-ক্বাইরোয়ানী (২৪০ হিজরী)----- ২০০
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (২৪১ হিজরী)---------- ২০০
ইমামে রাব্বানী মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-ত্বূসী (২৪২ হিজরী) ---------- ২০৩
প্রখ্যাত ওয়া'য়েয হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী (২৪৩ হিজরী) ---------- ২০৩
যুন্নূন আল-মিসরী (২৪৫ হিজরী) ---------- ২০৭
ইবন কুল্লাব (২৪৫ হিজরী) ---------- ২০৭

আবু বকর আদ্ব-দ্বিব'য়ী (৩৪২ হিজরী) ---------- ২৫০
ইবন শা'বান আল-মালেকী (৩৫৫ হিজরী) ---------- ২৫১
আবু আহমাদ আল-'আসসাল (৩৪৯ হিজরী) ---------- ২৫১
আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী (৩৬০ হিজরী) ---------- ২৫২
আল-ইমাম আল-হাফিয আবুল কাসিম আত-ত্বাবারানী (৩৬০ হিজরী) ---------- ২৫৩
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুজাহিদ আত-ত্বায়ী আল-বসরী (৩৬০ এর পরে)-------- ২৫৪
হাফিয আবুশ শাইখ আসবাহানী, (৩৬৯ হিজরী) ---------- ২৫৪
ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল আযহার আল-আযহারী (৩৭০ হিজরী) --- ২৫৫
ইমাম আবু বকর আল-ইসমা'ঈলী আশ-শাফে'য়ী (৩৭১ হিজরী) ---------- ২৫৫
আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহদী আত-ত্বাবারী (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর ছাত্র) (৩৮০ হিজরী প্রায়) ---------- ২৫৬
ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাক্বুত্বনী (৩৮৫ হিজরী) ---------- ২৫৯
ইমাম ইবন আবী যাইদ আল-কাইরাওয়ানী (৩৮৬ হিজরী) ---------- ২৬০
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবন বাত্তাহ আল-'উকবারী (৩৮৭ হিজরী) ---------- ২৬২
আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী (৩৮৮ হিজরী) ---------- ২৬৫
ইমাম আহমাদ ইবন ফারেস ইবন যাকারিয়া আর-রাযী (৩৯৫ হিজরী) ---------- ২৬৬
ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মানদাহ (৩৯৫ হিজরী) ---------- ২৬৬
ইমাম আবুল কাসেম খালাফ আল-মুক্বরী আল-আন্দালুসী (৩৯৩ হিজরী) ---------- ২৬৯
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা ইবন আবী যামানিইন (৩৯৯ হিজরী) ---- ২৭১
আবু বকর আল-বাকিল্লানী (৪০৩ হিজরী) ---------- ২৭১
ইবন মাওহাব আল-মাকবুরী আল-মালেকী (৪০৬ হিজরী) ---------- ২৭৫
মা'মার ইবন আহমাদ ইবন যিয়াদ আল-আসবাহানী (৪১৮ হিজরী) ---------- ২৭৬
ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ লালেকাঈ (৪১৮ হিজরী) ---------- ২৭৭
সুলতানুল মুসলেমীন মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন (৪২১ হিজরী) ---------- ২৭৮
খলীফাতুল মুসলিমীন ক্বাদের বিল্লাহ, আল-ইমাম আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনুল আমীর ইসহাক্ব ইবনুল খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ইবনুল মুক্বতাদির ইবনুল মু'তাদ্বিদ ইবন ত্বালহা ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইবনুল মু'তাসিম ইবনু হারূন ইবন আবু জা'ফর আল-মানসূর আল-হাশেমী আল-আব্বাসী আল-বাগদাদী (৪২২ হিজরী) ----- ২৭৯
ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী (৪২২ হিজরী) ---------- ২৭৯
ইমাম কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী (৪২২ হিজরী) ---------- ২৮১
ইমাম আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কী আল-মালেকী (৪২৯ হিজরী) ---------- ২৮১
আবু নু'আইম আল-আসবাহানী (৪৩০ হিজরী ---------- ২৮২
আবুল হাসান আলী ইবন 'উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-কাযওয়ীনী (৪৪২ হিজরী) --- ২৮৩
আবু নাসর 'উবাইদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ আস-সিজযী (৪৪৪ হিজরী) ---------- ২৮৪
ইমাম আবু 'আমর উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন উসমান ইবন উমার আদ-দানী (৪৪৪ হিজরী) --- ২৮৭
আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইউব আর-রাযী (৪৪৭ হিজরী)---------- ২৯১
হাফিয আবু বকর ইবন হুসাইন আল-বাইহাক্বী (৪৫৮ হিজরী) ---------- ২৯২

ইমাম আবু 'আমর 'উসমান আস-সাহরাযূরী আল-ফকীহ (বাইহাকীর সাথী) ---------- ২৯৬
ইমাম আবু 'উমার ইবন আবদুল বার (৪৬৩ হিজরী) ---------- ২৯৭
আবু বকর আল-খাতীব, খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩ হিজরী)---------- ২৯৯
সা'দ ইবন আলী আয-যাঞ্জানী (৪৭১ হিজরী) ---------- ৩০০
ইমাম ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন সাওরাহ আন-নাইসাপূরী (৪৭৭ হিজরী) --- ৩০১
ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (৪৭৮ হিজরী) ---------- ৩০১
ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী (৪৮১ হিজরী) ---------- ৩০৩
ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হাদ্বরামী আল-ক্বাইরোয়ানী (৪৮৯ হিজরী) -- ৩০৩
ইমাম আবুল মুযাফফার মানসূর আস-সাম'আনী (৪৮৯ হিজরী)---------- ৩০৪
ইমাম আবুল ফাতহ নাসর ইবন ইবরাহীম আল-মাক্বদেসী, আশ শাফে'য়ী (৪৯০ হিজরী)---- ৩০৬
ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাওয়ী (৫১০ হিজরী) ---------- ৩০৬
ইমাম আবু আহমাদ উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবন আহমাদ ইবনুল-হাদ্দাদ (মৃত্যু ৫১৭)--- ৩১০
আবুল হাসান ইবন আয-যাগূনী (৫২৭ হিজরী) ---------- ৩১১
ইমাম আবুল হাসান আল-কারজী (৫৩২ হিজরী) ---------- ৩১১
ইমাম আবুল কাসিম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আত-তাইমী (৫৩৫ হিজরী) ---------- ৩১২
ইমাম আদী ইবন মুসাফির আল-উমাওয়ী আল-হাক্কারী (৫৫৫ হিজরী) ---------- ৩১৪
আল্লামা ইয়াহইয়া ইবন আবুল খায়ের আল-'ইমরানী (৫৫৮ হিজরী) ---------- ৩১৪
ইমাম আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হিজরী) ---------- ৩১৮
ইমাম ইবন রুশদ আল-মালেকী (৫৯৫ হিজরী) ---------- ৩২০
ইমাম আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ আল-মাক্বদেসী (৬০০ হিজরী) ---------- ৩২১
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল-কুরতুবী (৬৭১ হিজরী) ------ ৩২২
শাইখ শিহাবউদ্দীন আবু হাফস 'উমার আস-সাহরাওয়ার্দী (৬৩২ হিজরী) ---------- ৩২৩
শাইখ তাক্বীউদ্দীন আল-মাক্বদেসী (৬৮০ হিজরী বা তার পূর্বে) ---------- ৩২৩
ইবন শাইখুল হুযামীন (৭১১ হিজরী) ---------- ৩২৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ ও তার পরবর্তী ইমামগণের অভিমত ---------- ৩২৯
ইবন তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হিজরী) ---------- ৩২৯
ইমাম ইবন আবদুল হাদী আল-মাক্বদেসী (৭৪৪ হিজরী) ---------- ৩৩৮
ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী)---------- ৩৩৯
ইবনুল কাইয়্যেম (৭৫১ হিজরী) ---------- ৩৪২
ইবন কাসীর (৭৭৪ হিজরী) ---------- ৩৫২
ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী (৭৯২ হিজরী) ---------- ৩৫৩
ইবন রাজাব (৭৯৫ হিজরী) ---------- ৩৫৮
জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবন আবদুল হাদী ইবনুল মাবরিদ (৯০৯ হিজরী) ---------- ৩৬৪
ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী, আস-সিন্দী (১১৩৮ হিজরী) ------ ৩৬৬
আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (১১৬৪ হিজরী) ---------- ৩৬৮
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-বিলগ্রামী (১১৭৩ হিজরী) ---------- ৩৭০

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস আদ-দেহলাওয়ী (১১৭৬ হিজরী) ---------- ৩৭১
শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (১২০৬ হিজরী) ---------- ৩৮২
শাইখ সালামুল্লাহ ইবন ফাখরুদ্দীন আদ-দেহলাওয়ী (১২৩৩ হিজরী) ---------- ৩৯১
শাহ ইসমা'ঈল ইবন আবদুল গনী ইবন ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী (১২৪৬ হিজরী) ---- ৩৯২
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (১২৫০ হিজরী) ---------- ৩৯৭
আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবন নাসের আল-হাযেমী (১২৮৩ হিজরী) ---------- ৪০০
ইমাম আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনাওয়ী (১৩০৪ হিজরী) ---------- ৪০০
আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী আল-কিন্নাওজী (১৩০৭ হিজরী) ---------- ৪০৫
আল্লামা মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাওয়ী (১৩২০ হিজরী) ---------- ৪০৮
আব্দুল জাব্বার আল-গাযনাওয়ী (১৩৩১ হিজরী) ---------- ৪০৯
আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী (১৩৩২ হিজরী) ---------- ৪১৫
শাইখ মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ ইবন মু'আযযাম শাহ আল-কাশমীরী (১৩৫৩ হিজরী) ---------- ৪১৭
আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী (১৩৭৬ হিজরী) ---------- ৪২৩
শাইখ আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লেমী (১৩৮৬ হিজরী) ---------- ৪২৭
শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীত্বী (১৩৯৩ হিজরী)---------- ৪২৮
শাইখ ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়ব ইবন হাফিয মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ কাসেম
নানুতুওয়ী (১৪০৩ হিজরী) ----------৪৩৩
শাইখ সাইয়্যেদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৪১৫ হিজরী) ----------৪৩৫
শাইখ সাইয়্যেদ বাদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৪১৬ হিজরী) ---------- ৪৩৫
শাইখ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী (১৪২০ হিজরী) ---------- ৪৩৫
শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরউদ্দীন আল-আলবানী (১৪২০ হিজরী) ---------- ৪৪১
শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায (১৪২০ হিজরী) ---------- ৪৫৫
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন (১৪২১ হিজরী) ---------- ৪৬০

সপ্তম অধ্যায়:

আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও সাথে থাকা ---------- ৪৬৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'সাথে থাকা' তাঁর একটি মহৎ গুণ ---------- ৪৬৯
কুরআনে কারীম থেকে দলীল ---------- ৪৬৯
আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'সাথে থাকা' গুণটির ব্যাপারে হাদীস থেকে দলীল ---------- ৪৭০
ইজমা'র দলীল ---------- ৪৭০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ ---------- ৪৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা'র ব্যাপারে
সালাফদের ব্যাখ্যা ----------৪৭৩
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'বান্দার সাথে থাকা' প্রকৃত অর্থেই সাথে থাকা ---------- ৪৭৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক একই সময়ে বান্দার সাথে থাকা ও
'আরশের উপর থাকা সাংঘর্ষিক নয় ---------- ৪৮৩

কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন ---------- ৪৯৬

অষ্টম অধ্যায়:
'আরশের উপর থাকা ও নিকটে থাকা ---------- ৪৯৮
প্রথম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা একটি মহৎ গুণ ---------- ৪৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার নিকটে থাকার গুণ সাব্যস্ত করার নীতি ---- ৫০০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন ---------- ৫০১

নবম অধ্যায়:
আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও নিকটতম আসমানে অবতরণ করা ---------- ৫০৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর একটি মহৎ গুণ -- ৫০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ-বিশ্বাস ---------- ৫০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর 'আরশের উপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয় ---------- ৫০৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে অবতরণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ৫১২

দশম অধ্যায়:
'ইস্তেওয়া আলাল আরশ' এর অর্থে ভিন্ন মতাবলম্বী ও তাদের যুক্তির সংক্ষিপ্তাকারে খণ্ডন ---------- ৫১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: তাবে তাবে'য়ী ও তাদের পরবর্তী কিছু কিছু আলেম থেকে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ব্যাপারে ভিন্নমত বর্ণিত হওয়া ও তার কারণ ---------- ৫১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তা'ওয়ীল ও তাফওয়ীদ্ব নীতির খণ্ডন ---------- ৫২৬

শেষকথা ---------- ৫৪৯

৫- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম দর্শনতত্ত্ব জানতেন না, কিন্তু তারা তাওহীদ জানতেন, আকীদাহ জানতেন। আল্লাহর জন্য কী সাব্যস্ত করা যাবে আর কী সাব্যস্ত করা যাবে না তা তারা ভালো করেই জানতেন, আর তারা তা বলেও গেছেন। তারা কেউই কঠিন দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন না। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই তাদের যাবতীয় আকীদাহ গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ থেকে হিদায়াত নেয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হতো না, হলেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন, তারপর তাদের মধ্যকার বিজ্ঞজন থেকে জেনে নিতেন। সে বিজ্ঞজনেরা জগতের সকল মুসলিমের মাথার উপর শিক্ষক হিসেবে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। যতক্ষণ ফিতনা প্রকাশিত না হতো ততক্ষণ সাহাবায়ে কেরাম তা নিয়ে আলোচনা করতেন না। বিস্তারিত আলোচনা না করার অর্থ, কখনো না জানা নয়। তাদের কাছে এগুলো এতই স্পষ্ট ছিল যেমন দিন স্পষ্ট থাকে রাত থেকে। কিন্তু যখনই বিভ্রান্তি দেখা গেছে তখনই তারা এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম আকীদাগত ফিতনা ছিল তাকদীর সম্পর্কে, সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে আলোচনা করতে সামান্যও কমতি করেননি।[4] এখন কেই যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীরের মাসআলা বলে যাননি কিংবা সাহাবায়ে কেরাম তাকদীর বুঝতেন না, তাহলে তারা অবশ্যই উম্মতের সর্বাত্তম ব্যক্তিদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করলেন। বস্তুত তারা আকীদাহ যথাযথভাবে বুঝেছেন, সবাই আকীদাতে একমত ছিলেন, অতঃপর যখনই আকীদায় ভিন্ন কিছু প্রকাশ পেয়েছে তখনই তারা সেটার বিরুদ্ধে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

তেমনিভাবে তাবে'য়ীগণের যুগ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে আকীদাহ তার সঠিক পথেই চলছিল। ইতোমধ্যে জা'দ ইবন দিরহাম ও তার ছাত্র জাহম ইবন সাফওয়ান আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত আকীদাহ-বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে[5], তখনই উম্মতের কাণ্ডারী তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীগণ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। তাদের বিরুদ্ধে উম্মতের সচেতন সবাই তখন কঠোরভাবে পর্বতসম বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তারা যেসব ভুল আকীদাহ প্রচার-প্রসারে লিপ্ত ছিল তারা সেগুলোর রদ করতে থাকেন।

৬- বস্তুত তাবে'য়ীগণ সাহাবীগণের পদাঙ্কে চলে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, আকীদাহ বিষয়ে তারা তাদের বক্তব্য বলে গেছেন। তারা বারবার জাহমী আকীদাহ ও তাদের পরবর্তী মু'তাযিলাদের আকীদাহ'র বিরোধিতায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, উম্মতকে সাবধান করে গেছেন। তারপরও দেখা যায় জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের অনুসারীরা ভিন্ন মত ও পথে উম্মতের বিশুদ্ধ আকীদাহ-বিশ্বাসে সমস্যা তৈরি করে। তারা কুরআন ও হাদীসের জায়গায় কখনও বিবেকের যুক্তিকে আবার কখনও কখনও তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের নতুন মোড়কে মুসলিমদের মাঝে উপস্থাপন করে। তখন উম্মতের আলেমগণ সহীহ আকীদাহ'র ধারক-বাহকগণ গ্রন্থ রচনা করে লোকদেরকে তা থেকে সাবধান করে।

---

৪. ইমাম আওযা'ঈ তা বলেছেন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ১৩৯৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪১৪)।

৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২০)।

চার. তাবে তাবে'য়ীগণের যুগ থেকে আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন মু'তাযিলারা প্রায় সকল গুণই অস্বীকার করে বসেছিল। সে সময়ে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ আলেমগণের প্রায় সবাই তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য সকল আলেমকেই আমরা দেখতে পাই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এ গুণটি সাব্যস্ত করেছেন।

পাঁচ. তাবে তাবে'য়ীনের পরবর্তী সময়ে এসে গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য দর্শন দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আল্লাহর গুণগুলোকে সাব্যস্ত না করার প্রবণতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখনও তাদের মধ্যে আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোকে অস্বীকার করা ব্যাপক আকারে ছিল না। যদিও তখন ইবন কুল্লাবের আকীদাহ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়ায় তখনকার বহু আলেমের মাঝে আল্লাহর কর্মগত গুণ অস্বীকার করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে, কুল্লাবিয়্যাহ ফেরকার লোকেরা 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' অস্বীকার করতেন, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলা 'সর্বোচ্চ সত্তা', তিনি সবকিছুর উপরে থাকার বিষয়টি স্বীকার করতেন। এটাকে বলা হয় প্রাচীন আশ'আরী মতবাদ; যদিও ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী এ মতবাদ থেকে পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সালাফী আকীদায় ফিরে এসেছিলেন, তবুও তাঁর দিকেই তারা সম্পর্কযুক্ত হয়। এ কুল্যাবিয়্যাহ-আশ'আরিয়্যাহ মতবাদের প্রাচীন আলেমগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, হারেস আল-মুহাসেবী, আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-ক্বালানেসী, আবু আলী আস-সাক্বাফী, আবু বকর আস-সাবগী প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আরশের উপর উঠার গুণটি স্বীকার করতেন।

ছয়. তাবে তাবে'য়ীনের শেষ অংশে এসে আল্লাহ তা'আলার সাতটি গুণ ব্যতীত বাকী সকল সত্তাগত ও কর্মগত গুণ অস্বীকার করার মাধ্যমে এ আশায়েরা ও তাদের প্রায় সম আকীদাহ'র মাতুরিদিয়ারা আবার নিজেদেরকে জাহমিয়্যাহদের দোসর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তখনই তারা স্পষ্ট করে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং 'সত্তাগতভাবে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সত্তা' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু তখনও হকপন্থী আলেমগণের জয়-জয়কার ছিল।

সাত. হিজরী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের পর থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও কর্মগত গুণগুলোকে অস্বীকার করার জন্য বেশ কিছু আলেম দাঁড়িয়ে যায়, তাদের কাছে বিবেকের যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসে। তারা এটাকেই হক মনে করে সেটার পক্ষে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের হয়ত ওযর ছিল; কারণ তারা এটাকে বিশুদ্ধ মনে করেছে। ফলে আল্লাহর সিফাত তথা গুণ অস্বীকারকারী একটি গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য সব জায়গায় দেখা দেয়। তাদের দাপটে অনেক সময় আলেমগণ পর্যন্ত হক কথা বলতে পারতেন না অথবা তারা আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদাহ'র ভুল তথ্যকেই সত্য মনে করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, ইমাম নাওয়াওয়ী, ইবন হাজার, সূয়ূতী প্রমুখ মনীষীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করুন। তারা এ আকীদায় বিশ্বাসী থাকলেও তারা এ আকীদাহ'র প্রতি আহ্বানকারী ছিলেন এমনটি বলা যাবে না। তাই তাদেরকে সরাসরি আশ'আরী বলার কোনো সুযোগ নেই; কারণ তাদের গবেষণার ক্ষেত্র এটি ছিল না। তারা তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন।

তবে এ সময় অপর কিছু আলেম ছিল যারা এ আকীদাকে প্রমোট করা, সাব্যস্ত করা, এর প্রতি দাওয়াত দেয়া, এর জন্য গোড়ামী করাসহ সব রকমের কাজই করেছিল, তাদের অনেকেই সালাফে সালেহীনের নীতিকে মুশাব্বিহা মুজাসসিমা বলে অপমান করতে দ্বিধা করতো না।

কিন্তু হকপন্থীরা সবসময় ছিল, তারা সঠিকটিকে দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করতে পারি, তাদেরই একজন হচ্ছেন, কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর উঠার গুণে গুণান্বিত করা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের অনুসরণ, শরী'আতের প্রতি আত্মসমর্পন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন সেটার সত্যায়ন।"[7] আরেকজন হচ্ছেন, ইমাম আবদুল কাদের আল-জীলানী রাহিমাহুল্লাহ, তিনি বলেন, "কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার গুণটি কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা ছাড়াই তাঁর জন্য ব্যবহার করা, আর তা হচ্ছে 'আরশের উপর তাঁর সত্তার উঠা।"[8]

তাছাড়া আরও অনেক মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ এ আকীদাহ'র জন্য সংগ্রাম করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা সে বিষয়টিকেই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি।

এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে আমার প্রিয় পুত্র আব্দুর রহমান, সারাক্ষণ কিতাবপত্র সংগ্রহ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন তাকে কবুল করেন, তাকে দীন ও আকীদাহ'র খেদমতে নিয়োজিত করেন।

সর্বশেষে যারা এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের স্মরণ করছি, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, তরুণ লেখক আব্দুল্লাহ মাহমুদ, যার অনুবাদ করা 'আল-আরশ গ্রন্থ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। তাছাড়া আমার সহকারী মাওলানা মীযানুর রহমান গ্রন্থটি পড়ে ভাষাগত সমস্যাগুলো দেখে দিয়েছি তার জন্যও দো'আ করছি।

আরও যাকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন, মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাপোর্ট দিয়ে আমাকে করেছেন প্রাণবন্ত আর গ্রন্থটি করেছেন সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য উত্তম জাযা আশা করছি।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি তিনি যেন তা কবুল করেন। এটাকে আমাদের সকলের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।
০৯/০৮/২০২০

৭. শারহু মুকাদ্দিমাতু আবু যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানী।

৮. আল-গুনইয়া লি ত্বালিবীল হক্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি

আমরা আল্লাহর 'আরশের উপর ইস্তেওয়া নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে উত্তম হবে, আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর রয়েছে অনেক নাম ও অনেক গুণ। সেগুলো সাব্যস্ত হবে বেশ কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে।

আল্লাহর নামের ব্যাপারে নীতিমালাসমূহ:

- আল্লাহর সকল নামই অতি সুন্দর, চাই সে নামটি এক শব্দে হোক অথবা সংযুক্ত শব্দে হোক অথবা হোক পাশাপাশি কয়েক শব্দের সংমিশ্রণে।
- আর আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের প্রতি ঈমান স্থাপন করার বিষয়টি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: নামের প্রতি ঈমান, নামের নির্দেশিত অর্থের প্রতি ঈমান এবং নামের চাহিদা ও দাবিকৃত প্রভাবের প্রতি ঈমান। যেমন, সে বিশ্বাস করবে যে, তিনি عليمٌ (মহাজ্ঞানী), ذو علم محيطٍ (অসীম জ্ঞানের অধিকারী) এবং أنه يُدبّرُ الأمر وفقَ علمه (তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)।
- আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর, যা পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।
- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ দ্বারা নাম ও গুণ সাব্যস্ত করে। তবে যখন নাম বুঝায় তখন তা একই সত্তার নাম হিসেবে সমার্থে কিন্তু যখন তা দ্বারা গুণ বুঝায় তখন তাঁর নামসমূহে নিহিত গুণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক।
- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাঁর গুণাবলির প্রতিও নির্দেশ করে। কারণ, নামগুলো তাঁর কিছু গুণাবালি থেকে নির্গত।
- আর তাঁর নামের সংখ্যা ৯৯ (নিরানব্বই)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং তা গণনাকারীগণের গণনায় সীমাবদ্ধ করা যাবে না।
- আর আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি নামই শ্রেষ্ঠ-মর্যাদাপূর্ণ; কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেগুলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর।
- আর যখন তাঁর কোনো নাম গঠন কাঠামোতে ভিন্ন হয় এবং অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হয়, তখন তা আল্লাহর নামসমূহ থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন- গাফূর ও গাফফার।
- এ (নামগুলোর) ক্ষেত্রে অবিশ্বাস বা বিকৃতিকরণ বলে গণ্য হবে-

- তা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হওয়ার পর অস্বীকার করা
- অথবা তা যা নির্দেশ করে, তা অস্বীকার করার দ্বারা।
- অনুরূপভাবে তা গঠন ও তৈরি করার ক্ষেত্রে নতুন মত প্রবর্তন করা।

তখন তিনি তা করেন। আর তা দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- লাযেম বা যা একান্তভাবে তাঁর নিজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, 'আরশের উপর উঠা, প্রথম আকাশে নেমে আসা, হাশরের মাঠে আগমন।
- মুতা'আদ্দি বা যা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন সৃষ্টি করা, দান করা, নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি

- **নেতিবাচক বা না-সূচক গুণাবলি:** যেমন, মৃত্যু, ঘুম, ভুলে যাওয়া, দুর্বলতা বা অক্ষমতা ইত্যাদি।
- নেতিবাচক গুণাবলির মধ্যে কোনো প্রকার পরিপূর্ণতা ও প্রশংসার বিষয় নেই, তবে এগুলোর বিপরীত গুণাবলি যখন সাব্যস্ত করা হবে তখন তা পরিপূর্ণ ও প্রশংসার বিষয় হবে। যেমন- মৃত্যু নেতিবাচক গুণ যা তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু যখন তার বিপরীত 'হায়াত' বা চিরঞ্জীব সাব্যস্ত করা হবে তখনই তা হবে প্রশংসামূলক এবং পরিপূর্ণতার ওপর প্রমাণবহ।
- গুণাবলির ব্যাপারে ওহীর পদ্ধতি হলো: নেতিবাচকের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং ইতিবাচকের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে।
- গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলাটা নামসমূহের ব্যাপারে কথা বলার মতোই, আর গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলাটা সত্তার ব্যাপারে কথা বলার মতোই। গুণাবলি সাব্যস্ত করতে কারও সমস্যা হলে বলা হবে, যদি সত্তা সাব্যস্ত করতে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা না হয় তাহলে গুণ সাব্যস্ত করতেও সাদৃশ্যতা আসবে না।
- কিছুসংখ্যক গুণাবলির ব্যাপারে যে মতামত ব্যক্ত করা যায়, বাকি গুণাবলির ব্যাপারেও একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করা যায়। অর্থাৎ কিছু গুণ সাব্যস্ত করতে যদি সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে অপর গুণাবলির ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যতা আসবে না।
- আল্লাহর নামসমষ্টি ও গুণাবলির সাথে সৃষ্টির নাম ও গুণাবলি একই রকম শব্দ হলেই তা নামকরণকৃত ও বিশেষিত বিষয়সমূহের এক রকম হওয়াকে জরুরি করে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সামী' বলেছেন, বাসীর বলেছেন; অন্যদিকে তিনি তার বান্দাকেও সামী' ও বাসীর বলেছেন। কিন্তু উভয় সামী' ও বাসীরের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। সুতরাং শুধু বান্দার নাম বা গুণের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নাম ও গুণকে অস্বীকার করা যাবে না।
- বিবেকের যুক্তিতে এমন কিছু নেই যা আল্লাহর নাম ও গুণকে প্রমাণ করার বিরোধিতা করে।
- গুণাবলি সংক্রান্ত ভাষ্যগুলোর ব্যাপারে আবশ্যকীয় কাজ হলো, সেগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা যা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও মর্যাদার সাথে মানানসই এবং যা সম্বোধন ও বর্ণনার চাহিদার সাথে সুনির্দিষ্ট, আর যা বুঝা যাবে বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে।
- সুতরাং নাম ও গুণাবলি যখন রবের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হবে, তখন তা তাঁর সাথে সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তাঁর সত্তা সাব্যস্ত হবে অন্য সত্তার মতো করে নয়, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সকল নাম ও গুণাবলিও সাব্যস্ত করা হবে, যার সাথে সৃষ্টির কোনো নাম অথবা গুণের

দুই. কিছু বা সকল নাম ও গুণ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়, আর এরা হচ্ছে আহলুল কালাম বা কালামশাস্ত্রবিদ ও তাদের মতবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়:

তারা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত:

১- **জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়:** যারা জাহম ইবন সাফওয়ান এর অনুসারী। নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে,

- আল্লাহর সকল নাম অস্বীকার করা।
- শুধু স্রষ্টা ও সক্ষম এ দু'টি নাম দেয়া যেতে পারে।
- আল্লাহর কোনো গুণ থাকতে পারে না। যদি দিতেই হয় তো না সূচক গুণ বলা যাবে। বস্তুত এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে শুধু চিন্তাজগতে সীমাবদ্ধ করে, বাইরে যার অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

২- **মু'তাযিলা সম্প্রদায়:** তাদের সাথে যুক্ত হবে, নিজারিয়া, দ্বারারিয়্যাহ, রাফেদ্বীয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়, যায়দিয়া শিয়া সম্প্রদায়, ইবাদ্বিয়া খারেজী সম্প্রদায়, ইবন হাযম ও অন্যান্যরা। আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের নীতি হচ্ছে,

- আল্লাহ তা'আলার সকল গুণ অস্বীকার করা।
- তাদের কোনো কোনো সম্প্রদায় বলেন, তিনি স্বয়ং জ্ঞানী সত্তা তবে জ্ঞান ব্যতীত। তার জ্ঞান অর্থই তার সত্তা। এভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সম্পন্ন আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করে থাকে।
- তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর একটি গুণ আছে, যা হচ্ছে প্রাচীনত্ব। আর প্রাচীনত্ব হবে তখনই যখন তার সাথে কোনো পরবর্তী কিছু যুক্ত হবে না। সেটাই হচ্ছে 'জাওহার' [Essence] (সারবস্তু বা নিত্যসত্তা বা পরমসত্তা)। কোনো গুণ সাব্যস্ত করলে আল্লাহর সাথে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা হয়ে যায়। কারণ, এ গুণগুলো হচ্ছে 'আরদ্ব' [Accident] (অনিত্যসত্তা, বা পরিবর্তনশীল সত্তা)। জাওহার বা মৌলিক আল্লাহর সাথে যৌগিক কিছু সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা, যাতে কোনো কিছু যুক্ত হয় তা তার মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব হারায়। সুতরাং আল্লাহকে প্রাচীন সাব্যস্ত করতে হলে তার সকল ধরনের গুণ অস্বীকার করতেই হবে। আর এটাই তাদের নিকট তাওহীদ।
- তাদের মতে স্রষ্টার সাথে কোনো কিছুর সম্পর্ক হতে পারে কেবল সৃষ্টি হিসেবে, স্রষ্টার গুণ হিসেবে নয়। এ কারণেই তারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে। সেজন্য তারা ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট সময় মুসলিমদের ওপর তাদের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছিল।
- তাদের নিকট আল্লাহর নামগুলোর কোনো অর্থ নেই। সেগুলো দিয়ে কেবল একজন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।
- তাদের নিকট স্রষ্টাকে দেখা যাবে না। কারণ, দেখা গেলে তো দিক লাগবে। আর যা দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তা কখনো নিত্যসত্তা বা পরমসত্তা (কাদীম, জাওহার) হতে পারে না। সুতরাং তাকে দেখা যাবে না।